বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২য় পরিষদের ১৫ তম কর্পোরেশন (বাজেট) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	:	১৩ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ।। ২৮ জুলাই ২০২২
সময়	:	বেলা ১১.০০ ঘটিকায়
স্থান	:	হল রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। কোরআন তেলওয়াত করেন ওয়ার্ড নং-২২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ লিয়াকত আলী। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন আজকের সভায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে আলোচনা করা হবে। বাজেট আলোচনার শুরুতে আজকের কর্পোরেশন সভা সরকারি নির্দেশনার আলোকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উদ্দ্যোগ হিসেবে বেশির ভাগ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র এবং বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উল্লেখ করে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভাপতি বলেন, এই মহূর্তে আমরা তিনটি প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছি। প্রতিকূলতাগুলো হলো কোভিড-১৯, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্বে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ঘোষণা করেছে সামনে অর্থনীতির জন্য কঠিন সময় আসছে। সারাবিশ্বব্যাপী এত সংকট থাকা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য এবং সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে মর্মে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি, মূদ্রা বাজার অস্থীতিশীলতা এবং বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ প্লান্টগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। সংকটময় পরিস্থিতি সামনে নিয়েই ডিএনসিসি'র বাজেট ঘোষণা করা হচ্ছে। অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিসহ বাজেট প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

তিনি সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, সকল বিষয়ে কৃচ্ছতা সাধনের জন্য সরকার থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের কৃচ্ছতা সাধন করে চলতে হবে। কর্পোরেশনে ২৫ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে হবে এবং কর্পোরেশনের যানবাহনে বর্তমানে ব্যবহৃত জ্বালানির ২০ শতাংশ কমাতে হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। জনগণকে নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের জন্য ডিএনসিসি'কে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই মর্মে উল্লেখ করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রতি আরও জোর দিতে আহ্বান করেন।

কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রমসহ যাবতীয় কার্যক্রমগুলো বিশেষভাবে তদারকি করে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গুলো প্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন। এছাড়াও সকলের সহযোগিতায় সংকটময় পরিস্থিতি থেকে দ্রুত উত্তরণ হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

অতপরঃ সচিব সভাপতির অনুমতিক্রমে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা হয়:

আলোচ্যসূচি-১	:	বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।
আলোচনা	:	বিগত ০৫ জুলাই ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৪তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় ২য় পরিষদের ১৪তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	২য় পরিষদের ১৪তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	২য় পরিষদের ১৪তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।
আলোচনা	:	বিগত ০৫ জুলাই ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৪তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	বিগত ০৫ জুলাই ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৪তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদন প্রসঙ্গে।
আলোচনা		প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট সভায় উপস্থাপন করেন। বাজেটের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

ক্রম	খাত	বাজেট ২০২১-২০২২	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	বাজেট ২০২২-২০২৩
	প্রারম্ভিক স্থিতি	৩৯০.০০	৬০৫.৪০	৬৯২.৬৫
	আয়			
১	রাজস্ব	১১৯৭.৫০	৭৯৭.৯৪	১৬৪৬.৯০
২	অন্যান্য	১৯.৭৫	২২.৫০	১৪.২৫
৩	সরকারি অনুদান	১০০.০০	৩৫.১৪	৫০.০০
৪	সরকারি বিশেষ অনুদান	৫০.০০	১৭.৪৯	২৫.০০
	মোট	১৩৬৭.২৫	৮৭৩.০৭	১৭৩৬.১৫
৫	সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	৩০৪৯.২০	১২৪০.০৫	২৬১৯.২৫
	সর্বমোট আয়	**৪৮০৬.৪৫**	**২৭১৮.৫২**	**৫০৪৮.০৫**
	ব্যয়			
১	রাজস্ব ব্যয়	৭০১.১৫	৪৮২.৭২	৭৭৬.২০
২	অন্যান্য ব্যয়	১৩.০০	৬.২৫	১৪.০০
৩	উন্নয়ন ব্যয়			
৩.১	উন্নয়ন ব্যয় (নিজস্ব উৎস, সরকারি অনুদান)	৭৬৭.১০	২৯৬.৮৫	১১১৪.৩০
৩.২	উন্নয়ন ব্যয় (সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প)	৩০৪৯.২০	১২৪০.০৫	২৬১৯.২৫
	উপমোট-উন্নয়ন ব্যয়	৩৮১৬.৩০	১৫৩৬.৯০	৩৭৩৩.৫৫
	সমাপনী স্থিতি	২৭৬.০০	৬৯২.৬৫	৫২৪.৩০
	সর্বমোট ব্যয়	**৪৮০৬.৪৫**	**২৭১৮.৫২**	**৫০৪৮.০৫**

সিদ্ধান্ত		ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ-৪	:	বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪ বক্তব্যের শুরুতে সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গত অর্থবছরের বাজেটে লক্ষ্য অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা যায়নি। এ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সম্ভাব্য সকল কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাসহ রাজস্ব বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রত্যেক সপ্তাহে কাউন্সিলরদের সাথে সমন্বয় করে মাঠ পর্যায়ে তদারকি করে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। কমার্শিয়াল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভবন থেকে রাজস্ব আদায় করতে হবে। এছাড়াও তিনি অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রদানকৃত সুপারিশসমূহের বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি প্রতিবেদন মেয়র বরাবর দাখিলের প্রস্তাব করেন। এছাড়াও সম্মানিত কাউন্সিলরদেরও রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে হবে মর্মে সভাকে জানান। অতপর তিনি নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রদান করেন: • নিয়নবাতির আলোকসজ্জা বন্ধ রাখা। • ব্যাটারি চালিত রিক্সা/ ইজিবাইক বন্ধ করা। • ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে কর সমতায়ন করা। • পুরাতন মার্কেটগুলো ভেঙ্গে নতুন আধুনিক মার্কেট নির্মাণ করা। • আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের রাজস্ব আদায়ে নিয়মিত তদারকি করতে হবে এবং সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা। • ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়মিত তদারকি করা। জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫২ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আবাসিক এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রদান না করার যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন ডিএনসিসি'র বেশিরভাগ এলাকাই আবাসিক এলাকা। এসব আবাসিক এলাকায় অনুমোদন ব্যতীত রেস্টুরেন্ট, দোকানসহ নানান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসা পরিচালনা করছে। এ সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি সম্ভব বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, অটোরিক্সা বন্ধের ব্যাপারে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু অবৈধ এসব অটোরিক্সা সব জায়গায় চলছে। এসব অটোরিক্সা ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ এর অপচয় করছে। বিদ্যুৎচালিত অটোরিক্সা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। রিক্সার লাইসেন্সের ব্যাপারে বলেন, ওয়ার্ড প্রতি ৩ হাজার লাইসেন্স বরাদ্দ করা হচ্ছে। কিন্তু এককেটি ওয়ার্ডে প্রায় ৮-১০ হাজার রিক্সা রয়েছে। বাকী রিক্সাগুলো লাইসেন্সের আওতায় আনা যায় কী না সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন, সরকার, মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক যেহেতু অটোরিক্সা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কাউন্সিলরগণই যথেষ্ট এসব অবৈধ অটোরিক্সা চলাচল বন্ধ করতে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য অবৈধভাবে চালিত অটোরিক্সা সমূহ জব্দ করা হবে। এ ব্যাপারে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯ বলেন, মাননীয় মেয়রের দিক নির্দেশনা মোতাবেক অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি প্রত্যেকটি অঞ্চলে সভা করেছে। সভায় একটি প্রস্তাবনা আনা হয়েছে, ৭২ জন কাউন্সিলর মিলে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ হতে হবে। রাজস্ব আদায়ে নতুন নতুন খাত সৃষ্টি করতে হবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সকলে মিলে কাজ করলে নিজের পায়ে দাড়াবে কর্পোরেশন। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেটের সফলতা কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব মোঃ হুমায়ুন রশিদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪ বলেন, বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন চ্যালেঞ্জিং সময় পার করছে। ১টি অথবা ২টি ওয়ার্ড কে মডেল হিসেবে নিয়ে ওয়ার্ডের আয় দিয়ে ওয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। এছাড়াও উন্নয়ন কার্যক্রমে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় না গিয়ে কাউন্সিলর কর্তৃক সংস্কার করার অনুমতি প্রদানের জন্য বলেন।

সভাপতি, সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ হুমায়ুন রশিদ এর প্রস্তাব সমর্থন করে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডকে পাইলট হিসেবে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেন। পরীক্ষামূলক ভাবে ১৪ নং ওয়ার্ডের আয় দিয়ে ওয়ার্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে মর্মে সভাকে জানান।

জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২২ সম্মানিত কাউন্সিলর হুমায়ুন রশিদকে তার সাহসী প্রস্তাবনার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। নিজের পায়ে দাড়ানোর জন্য সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত কাউন্সিলরসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীর সহযোগিতা দরকার মর্মে সভাকে জানান।

সভাপতি, ওয়ার্ড অনুযায়ী আয়ের হিসাব সম্মানিত কাউন্সিলরদের জানানোর জন্য অনুরোধ করেন এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক আয়ের উপর ব্যয় করার বিষয়ে পরিকল্পনা করা হবে মর্মে জানান।

জনাব মোঃ ফোরকান হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৮ বলেন, প্রত্যেক ওয়ার্ডে কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। কাউন্সিলর অফিসে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস করার প্রস্তাব করেন। এছাড়াও রাজস্ব শাখাসহ বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম কাউন্সিলর কার্যালয়ে স্থাপন করা হলে সেবার মান বৃদ্ধিসহ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি হবে মর্মে সভাকে জানান।

সভাপতি, জুমার নামাযের সময় প্রত্যেকটি মসজিদে এবং সুবিধাজনক সময়ে অন্যান্য সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হোল্ডিং ট্যাক্স অনলাইনে দেয়ার বিষয়টি প্রচার করার অনুরোধ জানান।

জনাব শরিফুল ইসলাম ভূঁঞা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৩ বলেন, তার ওয়ার্ডের পিংক সিটি সোসাইটির সাথে আলোচনা হয়েছে। ট্যাক্স দেওয়ার জন্য সোসাইটি রাজি আছে, আগামী সপ্তাহে থেকে রাজস্ব আদায় শুরু হবে। নতুন ওয়ার্ডে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমে ড্রেন ছাড়া রাস্তার কাজ হচ্ছে উল্লেখ করে ড্রেনেজসহ রাস্তা করার জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব মিতু আক্তার, সংরক্ষিত আসন নং-০৮ বলেন, বড় বড় ভবন ভাড়া করে কোচিং সেন্টার এর ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে কোন রকম রাজস্ব প্রদান করা ছাড়াই। অনেক বাস পরিচালনার লোকজন ফুটপাথ দখল করে টিকিট বিক্রি করছে। বাস কোম্পানীগুলো রাজস্ব আদায়ের নতুন খাত হতে পারে। এছাড়াও কাউন্সিলরদের নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সভা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান।

সভাপতি অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির উদ্দেশ্যে রাজস্ব আদায়ে নতুন নতুন খাত তৈরি করে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব মোহাম্মদ শরীফুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫১ বলেন, ২০১৬ সালে ১৮টি ওয়ার্ড ডিএনসিসিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি বলেন, তার ওয়ার্ডে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা রয়েছে। হরিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙ্গে ৪টি ওয়ার্ড হয়েছে। ৫১

নং ওয়ার্ডটি রাজউকের অধীন। আইনি জটিলতায় ৫১ নং ওয়ার্ডের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বন্ধ রয়েছে। তিনি বলেন, চেষ্টা করা হচ্ছে যেন দ্রুত এই জটিলতা কাটানো যায়। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন যে, আমার ওয়ার্ডের জনগণ ২০১৬ সাল থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানে রাজি আছে। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন ২০০৪, ২০০৮ এবং ২০১০ সাল থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের জন্য নোটিশ জারি করছে। ওয়ার্ডের জনগণের ভাষ্য হলো ২০১৬ সালে সিটি কর্পোরেশনে যেহেতু অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, ২০১৬ সাল থেকে ট্যাক্স প্রদান করা হবে।

সভাপতি অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, আইন বিভাগের সমন্বয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ৫১ নম্বর ওয়ার্ড এর ট্যাক্স প্রদানের সময় নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়টি সমাধান করার অনুরোধ জানান।

জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ বলেন, ডিএনসিসি'র আয়ের অনেক উৎস রয়েছে। উৎসগুলো খুজে বের করলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাসহ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত প্রত্যেকটি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে তদারকী করার জন্য নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করেন। ওয়ার্ডসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ওয়ার্ডভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব জয়নাল আবেদীন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৫ বলেন, আজমপুর থেকে চামুরখান হয়ে মৈনারটেক বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি বিকল হয়ে রয়েছে। এ রাস্তাটি সংস্কারের জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব আইয়ুব আনছার মিন্টু, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪২ বলেন, অটোরিক্সা বন্ধের ব্যাপারে আমরা সকলেই একমত। ওয়ার্ডে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে অটোরিক্সা বন্ধে সুফল পাওয়া যাবে মর্মে সভাকে জানান। মাদানী এভিনিউয়ের সংযোগ সড়কগুলোর বেহাল অবস্থা উল্লেখ করে দ্রুত সংস্কারের অনুরোধ করেন।

জনাব শেখ মোহাম্মদ হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৪ বাজেট উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানান। সিটি কর্পোরেশনের প্রক্রিয়া আধুনিক হচ্ছে। নয়াবাদী হোল্ডিং ট্যাক্স কাউন্সিলর কার্যালয়ে বসে জনগণ দিতে চায়। কিন্তু কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আঞ্চলিক অফিস ছাড়া কাজ করতে চায়না। এ বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ জানান।

সভাপতি বলেন, নয়াবাদীর জন্য ২৫ জনের বেশি হলে আঞ্চলিক কার্যালয়ের রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কাউন্সিলর কার্যালয়ে যেয়ে নয়াবাদীর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং ট্যাক্স আদায় করতে হবে। অঞ্চল ভিত্তিক ট্যাক্স মেলা চালু করা হবে।

জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫৩ বলেন, তার ওয়ার্ডে ১৫০-২০০ রপ্তানীমুখী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বছরের পর বছর রপ্তানী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে কোন রকম রাজস্ব প্রদান করা ছাড়াই। এসব প্রতিষ্ঠানকে রাজস্বের আওতায় আনার জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ ইসহাক মিয়া, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭ বলেন, খিলক্ষেত রেলগেইট থেকে বটতলা পর্যন্ত ইজিবাইকের জন্য সাধারণ মানুষ চলাচল করতে পারে না। খিলক্ষেত রেলগেইট এর পর থেকে ৬০ ফিট রাস্তাটি ১২ ফিট হয়ে গেছে। মানুষ চলাচল করতে পারে না। এ রাস্তাটি অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে বেড়া দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতি বলেন, আগামী সপ্তাহে উচ্ছেদ করা হবে। উচ্ছেদের পর যাতে আবার দখল হয়ে না যায় এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জনাব মোঃ জাইদুল ইসলাম মোল্লা, ওয়ার্ড নং-৪৬ বলেন, নতুন ওয়ার্ডের জনগণ ট্যাক্স প্রদান করতে চায়। ট্যাক্স নির্ধারণের জন্য তার ওয়ার্ডে লোক যাচ্ছে না। জনগণ ট্যাক্স দিতে চায়, ট্যাক্স নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ ইসমাইল মোল্লা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩ রোকেয়া স্বরণীর রাস্তাকে জলজট মুক্ত করার জন্য সকলের পক্ষ থেকে সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতি ঈদ-উল-আযহায় ১২ ঘন্টায় বর্জ্য অপসারণের জন্য সকল কাউন্সিলরসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান। আগামী বছর কোরবানীর বর্জ্য ৮ ঘন্টায় অপসারণের টার্গেট নেয়া হবে মর্মে সভাকে জানান এবং এ বিষয়ে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

অতপর সভাপতি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশের প্রেক্ষিতে সভায় উপস্থাপন করেন। যা অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট সভায় উপস্থিত সকলে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত	:	১। প্রতি দশ দিন পর পর রাজস্ব পর্যালোচনা সভা আয়োজন করতে হবে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
		২। নতুন এলাকায় শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবন হতে রাজস্ব আদায় করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
		৩। ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সা/ইজিবাইক বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা/ইজিবাইক বন্ধে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল) জনসংযোগ কর্মকর্তা
		৪। বিদ্যুৎ সংকট নিরসনকল্পে অবৈধ ব্যাটারি চালিত যান চলাচল বন্ধকরণের নিমিত্ত সম্মানিত কাউন্সিলর ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে সহযোগিতার জন্য পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	সচিব
		৫। ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় পুলিশ বক্স নির্মাণসহ অন্যান্য কাঠামো নির্মাণে ডিএনসিসি'র সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
		৬। নগরবাসীকে অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের বিষয়টি অবহিত করণের জন্য মসজিদ, মন্দিরসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হতে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠন সমূহে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	সচিব প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
		৭। জন্ম নিবন্ধন ওয়ার্ড এ স্থানান্তরের সমস্যা সমাধানের জন্য জনাব মোঃ মতিউর রহমান,	সচিব প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা

	সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬ কে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তুর্ভুক্ত করতে হবে।	
	৮। নয়াবাদীর জন্য ২৫ জনের বেশি হলে আঞ্চলিক কার্যালয়ের রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কাউন্সিলর কার্যালয়ে গিয়ে নয়াবাদীর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং ট্যাক্স আদায় করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
	৯। অঞ্চল ভিত্তিক শনিবার/সুবিধাজনক সময়ে ট্যাক্স মেলার আয়োজন করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
	১০। কোন ওয়ার্ড থেকে কত টাকা রাজস্ব আয় হয় এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কত টাকা ব্যয় হয় এর হিসাব লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলরকে অবহিত করতে হবে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রধান প্রকৌশলী
	১১। পরীক্ষা মূলকভাবে জনাব মোঃ হুমায়ুন রশিদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪ কে তাঁর ওয়ার্ড থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪ প্রধান প্রকৌশলী প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
	১২। পুরাতন ও জরাজীর্ণ মার্কেট দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভেঙ্গে নতুন মার্কেট নির্মাণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
	১৩। ওয়ার্ড ভিত্তিক আয়ের উপর ব্যয় নির্ধারণ করার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
	১৪। কর্পোরেশনের ২৫ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে হবে। বিদ্যুৎ ব্যবহার সরকারী নির্দেশনা মতে সীমিত রাখতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) বিভাগীয় প্রধান (সকল) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
	১৫। কর্পোরেশনের যানবাহনে ২০ শতাংশ জ্বালানী কমিয়ে দিতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন)
	১৬। খিলক্ষেত রেলগেইট এর পর থেকে ৬০ ফিট রাস্তাটিতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। উচ্ছেদের পর যাতে আবার দখল হয়ে না যায় এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭ প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
	১৭। অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এবং আইন বিভাগের সমন্বয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ৫১ নম্বর ওয়ার্ড এর ট্যাক্স সংক্রান্ত সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম করতে হবে।	সভাপতি, অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আইন কর্মকর্তা

আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০- ৫৫৭ তারিখ: ২৭/০৮/২০২২খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ..../সংরক্ষিত আসন নং ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল .... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৩. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা .... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৬. অফিস কপি।

২৭/০৮/2022
মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব (যুগ্মসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।